R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পাণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২৫-২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে-২৭শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৭ই-১৪ই নভেম্বর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

## রুলিং অমান্য করে প্রধান বরখাস্ত, অফিসে ডবল তালা

অরঙ্গাবাদ, ১৪ নভেম্বর—বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ডবল তালা ঝুলছে। দু'জন চৌকিদার লাঠি হাতে তালা দুটির পাহারাদার। কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। সচিব অফিস প্রাঙ্গণে তাস খেলছেন। এই অচলাবস্থার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, গ্রাম পঞ্চায়েতের ন'জন সদস্যকে পরপর তিনটি মিটিং-এ অনুপস্থিতির দরুণ অপসারণের সুপারিশ করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিয়মমাফিক মহকুমা শাসকের নিকট কেস প্রেরণ করেন। দীর্ঘ দিন টানাপোড়েনের পর ৪ নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক তাঁর রায়ে ওই অপসারণ অগ্রাহ্য করেন। কেসটি হাই কোরটে যায় এবং ওই রায়ের বিরুদ্ধে রুলিং হয় এই মর্মে যে, অপসারণ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ন'জন সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েত বিষয়ে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না। ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এলে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ( বি ডি ও, সুতী ১ ) তা কার্য্যকর করেন এবং এক আদেশে উপ-প্রধানকে চারজ বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। অতঃপর হাই কোরটের রুলিং এর প্রতি মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কারণ নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশটি তিনিই অনুমোদন করেছিলেন। ফলে পঞ্চায়েত অফিসে তালার উপর তালা পড়ে।

## কামরূপ একসপ্রেসে সশস্ত্র ডাকাতি

ধুলিয়ান ১১ নভেম্বর—বি এ কে লুপ লাইনের ধুলিয়ানগঙ্গা ও নিউ ফরাক্কা জংশন ষ্টেশনের মাঝে আজ ভোররাত ২-৪০ মিনিটে হাওড়া থেকে ২৮৯ কিলোমিটারের মাথায় ৫৯ আপ কামরূপ একসপ্রেসে সশস্ত্র ডাকাতির এক ঘটনায় প্রায় ৪০ হাজার টাকা লুঠ হয়। আহত হন ৮ জন রেলযাত্রী। তাঁদেরকে মালদহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একজনের অবস্থা আশঙ্কা-জনক। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, কামরূপ একসপ্রেস ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ৬-৭ জন সশস্ত্র ডাকাত পেছনের একটি বগিতে হানা দিয়ে যাত্রীদের মারধোর করে সর্বস্ব কেড়ে নেয় এবং চেন টেনে বল্লালপুর ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের কাছে নেমে পালিয়ে যায়। ট্রেনে প্রহরী থাকা সত্ত্বেও ডাকাত মোকাবিলায় তারা নিস্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে বলে অভিযোগ। পরে ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা থেকে আব্দুল কুদ্দুস নামে একজনকে রেলডাকাত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ জানায়।

## সাগরদীঘিতে বামাল লরি ছিনতাই
## ধুলিয়ানে ত্রিশ হাজার টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : এক সপ্তাহের মধ্যে মহকুমার দুই প্রান্তে দুটি দুঃসাহসিক ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ৫ নভেম্বর রাত্রে নলহাটী-মোরগ্রাম সড়কের সাগরদীঘি থানার তেলাঙ্গলে ২৪০ বস্তা সিমেন্ট বোঝাই একটি লরি ( নং ডবলু এম কে ৪২১৬ ) ছিনতাই হয়। ছিনতাইকারীরা চালক ও খালাসীকে বেঁধে রাস্তায় ফেলে রেখে লরি নিয়ে চম্পট দেয়। পরে সাগরদীঘি পুলিশ নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থেকে অপহৃত লরিটি উদ্ধার করে এবং ২৪০ বস্তা সিমেন্টের মধ্যে ২২৫ বস্তাই উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই নিয়ে পর পর চার মাসে চারটি লরি ছিনতাই-এর ঘটনা ঘটল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে ( আগষ্ট থেকে অকটোবর পর্যন্ত ) লরি ছিনতাই-এর ঘটনাগুলি ঘটে—এটা লক্ষণীয়। পরবর্ত্তী মাসগুলিতে পুলিশের সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১২ নভেম্বর সকালে ধুলিয়ান

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## মালগাড়ি লাইনচ্যুত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউ ফরাক্কা জংশন ষ্টেশনের কাছে ৫ নভেম্বর সকালে একটি মালগাড়ির তিনটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ওই দিনই ওয়াগন তিনটি তোলার পর পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়। খবরটি রেল সূত্রের।

## আরো একটি মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩১ অক্টোবর ফল্গু নদী থেকে ৩৭৯ আপ কাটোয়া—বারহারোয়া প্যাসেঞ্জারের শেষ বগিটি তোলার পর ওই দুর্ঘটনায় নিহত আরো একজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশ। দেহটি বগির নীচে চাপা পড়েছিল বলে জানা যায়। বগি দুটি নিলামে বিক্রী করা হবে বলে জানানো হয়েছে। আর একটি খবরে জানা গেছে, জঙ্গিপুর রোড ও আহিরণের মাঝে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে জড়িত রেলের ৮ জন গ্যাংম্যানের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ২৩ অকটোবর দুর্ঘটনার পর থেকেই ওই গ্যাংম্যানরা বেপাত্তা হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## হয় জল নিষ্কাশন
## নয় নির্বাচন বর্জন

সংবাদদাতা, নয়াদিল্লী : ফীডার ক্যানেলের জলে জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ১১০০ একর জলমগ্ন জমি থেকে জল নিষ্কাশন না করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনসাধারণ আসন্ন অন্তর্বর্তীকালীন লোকসভা নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। এই মর্মে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী সমীপে ফরাক্কা ব্যারেজ কৃষক-মজদুর যুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে এখানে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। কমিটির একদল প্রতিনিধি ২৯ অক্টো-বর নতুন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং এবং কৃষি ও সেচমন্ত্রী ব্রহ্ম প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যে এলাকার ৫০-৬০টি গ্রামের জনসাধারণ দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁচেছেন বলে জানান। তাঁরা অবিলম্বে জল নিষ্কাশনের দাবি জানান

## এমারজেন্সি পুলিশের আজব কাণ্ডকারখানা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ নভেম্বর—খবরে প্রকাশ, গতকাল রাত্রে জঙ্গিপুর এমারজেন্সি পুলিশ-লাইনের একদল পুলিশ ভ্যান নিয়ে এসে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের জি ডি এ মিনতি ঠাকুরের স্বামী অমিতাভ ঠাকুরকে ( ফরওয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক ) বাড়ী থেকে বের করে এনে মারধোর করে। পুলিশের হাতে একজন রিকসাওয়ালা এবং একজন পানের দোকানদারও প্রহৃত হন এবং তাঁদেরকেও থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য থানা থেকে তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণে

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২০-২৭ কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৬।

## নানাবিধ সংকট

কয়লা, ডিজেল ও কেরোসিন সংকট, আর তার সঙ্গে বিদ্যুৎ সংকট—দেশকে দিনের পর দিন কোথায় যে লইয়া যাইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নয়। দোকানে নোটিশ দেখা যাইতে পারে, 'কেরোসিন নেই'। পাম্পে পাম্পে জানাইয়া দেওয়া হইতে পারে 'ডিজেল নেই'। 'হইতে পারে' নয়, হইতেছে।

সরকারী পক্ষে বহু কথা বলা হইয়াছে। কোথাও তেল কর্মীদের আন্দোলন, কোথাও সরবরাহ বন্ধ। সরবরাহ বিভাগের গাড়ীও নাকি তেল পাইতেছে না। ইণ্ডিয়ান অয়েলের কর্মীরা যে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার ব্যাপার; রাজ্য সরকারের কিছু করিবার নাই। রাজ্য সরকার এই তেল সংকটে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পেটরোল ব্যবসায়িগণ বলেন যে, ট্যাংকার ঠিকমত না আসায় ডিজেল পাম্পসমূহে তেল থাকে না। নানা হামলাতে নাকি পুলিশও ঠিকমত সাহায্য করেন না। আবার কয়লার অভাবেও কোন কোন জায়গার (যে সমস্ত স্থান কম গুরুত্বহীন) ট্রেন নাকি বাতিল করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষ তাহাতে বিপন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য। রান্নার কয়লারও সরবরাহ ঠিকমত হইতেছে না।

ডিজেল, কেরোসিন, বিদ্যুৎ কোনটিই আজ বিলাস দ্রব্য নহে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। বিশেষতঃ ডিজেল ও কেরোসিন। গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ হয় নাই। সেখানে কেরোসিন একমাত্র সম্বল রাত্রির অন্ধকারে। ডিজেল আজ যাত্রী ও মালপত্র পরিবহণে নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল অবশ্য প্রয়োজন বস্তুর দুর্ভিক্ষে জীবনযাত্রায় গুরুতর সংকট দেখা দিতে বাধ্য। গ্রামে গ্রামে কেরোসিন ৩ টাকা, ৩৫০ টাকা লিটার। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে। টাকা কবুল করিলে সবই পাওয়া যাইতেছে; অথচ সাধারণ দরে কিছুই নাই। এই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। কোন সরকারই এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে পারেন না। ব্যবসায়ী মহলের এই কারসাজির অবসান কি কোনদিনই হইবে না?

## চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

### কৈফিয়ৎ দেবে কে?

পয়লা নভেম্বর গরীবদের বিতরণের জন্য খয়রাতি কাপড়, কম্বল, চাদর ইত্যাদি আনতে গিয়েছিলাম রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির আফিসে। ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কাপড়গুলি নিতে ষ্টোররুমে ঢুকেছিলাম। দুটো ঘর ষ্টোররুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্যাঁতস্যাতে করছে ঘর দুটো। প্রথম ঘরে ঢুকে দেখলাম টুকটাকি জিনিস ও নলকূপের পার্টস এর ভিতর কম্বলের গাঁটগুলি পচে প্রায় নষ্ট হয়ে গ্যাছে। বাকীগুলিকে ইঁদুর আরশোলার দল কেটেকুটে শতচ্ছিন্ন করেছে। দ্বিতীয় ঘরে একটি সিন্দুক, কয়েকটি টিনের বাক্স, তার মধ্যে কাপড় চাদর ইত্যাদি পোশাক অনুরূপভাবে ইঁদুর আরশোলার সঙ্গে যোগ দিয়েছে উইপোকা। গাঁটের গাঁট (কাপড়ের পেটী) হাজার হাজার টাকার খয়রাতি কাপড় ও চাদর উইপোকাতে কেটে কেটে উইঢিপি সৃষ্টি করেছে। কত দিন সে ঘরগুলি পরিষ্কার করা হয়নি। তা হয়ত কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন না। আজ বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে যেখানে আরশোলা, উইপোকা ও ইঁদুরকে ওষুধ প্রয়োগে ধ্বংস করা যায়, সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির ঔদাসীন্যে গরীব দুঃস্থদের জন্য সরকারী খয়রাতি সাহায্যের হাজার হাজার টাকার কাপড় গরীবদের কাছে পৌছাল না। এইভাবে নষ্ট হয়ে গ্যাছে বহু টাকার ত্রিপল। এর জন্য কৈফিয়ৎ দেবে কে? রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মীরা, না পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তরা? এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—প্রভাতকুমার সিংহ রায়, প্রধান—
তেঘরি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত।

## বারমুডা ট্রাইঙ্গেল ও অতীতের আমরা

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

বারমুডা ট্রাইঙ্গেলের ঘটনাবলী নিয়ে কথা হচ্ছিল চায়ের টেবিলে। যাঁরা ঘটনাবলী সম্বলিত পুস্তকগুলি পড়েছেন তাঁরা বললেন—যাই হোক না কেন ঘটনাগুলো সত্যই অদ্ভুত আর অত্যাশ্চর্য্য। অবশ্য তাদের ধারণা বৈজ্ঞানিক ও গবেষকেরা এ রহস্যের সূত্রগুলি নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন। আর যাঁরা কাহিনীগুলি পড়েননি তাঁরা শুনে বললেন—দুর মশাই! এ সব আপনি গুল গল্প শোনাচ্ছেন। এ সব ঘটনা কখনো বিংশ শতাব্দীতে ঘটতে পারে নাকি? জাহাজসমেত মানুষ হারিয়ে গেল আবার কখনো কখনো সেই হারানো জাহাজ দেখতে পাওয়া গেল কিন্তু মানুষগুলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এখনোহয়যাকি? জাহাজ ডুবে যেতে পারে, তার সন্ধান না পাওয়া যেতে পারে. জাহাজের আরোহীদেরও সন্ধান না মিলতে পারে কিন্তু জাহাজ পাওয়া যাবে শুধু মানুষই নেই এ হতে পারে না মশাই। আরে মশায় উড়ো জাহাজ বিকল হলো আর সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড মেঘ ঝালরের মত তাকে ঘিরে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলো পৃথিবীতে, কোন দুর্ঘটনা ঘটতে দিল না, এ কি সম্ভব হয় মশাই! এ সব আপনার বানানো আজগুবি, গাঁজাখুঁরি আসর জমানো গল্প মশাই। ও আমরা বুঝি।

অর্থাৎ কিনা একদল যাঁরা বৈজ্ঞানিক আর গবেষকদের বিশ্বাস করছেন তাঁরা বলছেন অত্যাশ্চর্য্য, আর একদল যাঁরা একেবারেই কট্টর তাঁরা বলছেন অবিশ্বাস্য মিথ্যা। সোজা কথা কেউই মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করছেন না বারমুডার অলৌকিক ঘটনাবলী। কিন্তু যতই অবিশ্বাস্য হোক এ ঘটনাগুলো বারমুডা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ঘটে চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। শুধু বারমুডা নয়, পৃথিবীর বহু স্থানে এ সব ঘটনা ঘটছে। কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ঘটনাবলীর মধ্যে রয়েছে জাহাজ অদৃশ্য হওয়া, মানুষ অদৃশ্য হওয়া, উড়োজাহাজ অদৃশ্য হওয়া, প্রচণ্ড কোন অদৃশ্য আকর্ষণে ডুবো জাহাজের কলকব্জা বিগড়ে যাওয়া প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন এগুলি সবই ঘটছে চৌম্বক শক্তির প্রভাবে। এই চৌম্বক শক্তি প্রযুক্ত হতে পারে নৈসর্গিক কোন কারণে বা অপর গ্রহের বুদ্ধিমান জীবদের কোন উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে। তাঁরা বলছেন, যে কারণেই হোক না কেন এই সমস্ত অদৃশ্য বস্তু ও সত্তা এরা অদৃশ্য হলেও আছে এই পৃথিবীতেই কিন্তু তাদের ডাইমেনশন বা মাত্রা পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে চুম্বক শক্তির প্রভাবে। মাত্রা শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থবেধই নয় টাইম বা কাল একটি মাত্রা। হয়তো এরা বর্ত্তমান থেকে অতীত বা ভবিষ্যতে চলে গিয়েছে তাই অদৃশ্য; আবার যদি কোন কারণে এদের মাত্রার পরিবর্ত্তন হয় তবে এরা পুনরায় দৃশ্য হবে। কিছুকাল পূর্ব্বে কিছু বৈজ্ঞানিক একটি গবেষণা কার্য্য চালান। এটিকে বলা হয় ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেণ্ট। চুম্বক শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান কম্পনে একটি জাহাজ মানুষজনসমেত অদৃশ্য করা ও পুনরায় দৃশ্য করানো সম্ভব হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলে বৈজ্ঞানিকরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বস্তুর মাত্রা বিবর্ত্তনে বস্তুকে দৃশ্য বা অদৃশ্য করানো বা তার রূপ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয়। বস্তুর মাত্রা পরিবর্ত্তনের এই রহস্য মনে হয় অতীতে আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কেন না যোগীদের সিদ্ধাই প্রাপ্তির শক্তি দৃশ্যাদৃশ্যের ক্ষমতা রাখে বা রূপ পরিবর্ত্তনের অলৌকিক শক্তির অধিকারী করে এই ধারণা আমাদের ছিল। প্রাচীন যুগের ভারতীয়রা বিশ্বাস করতেন যোগের সাহায্যে শরীরের বিবর্ত্তন সম্ভব। এর দ্বারা নিজেকে ক্ষুদ্রাকৃতি, বৃহদাকৃতি বা একেবারে অদৃশ্য করা সম্ভব। এমন কি একরূপ হতে আর একরূপ ধারণাও অসম্ভব নয়।

হিন্দু পুরাণ কাহিনীগুলিই অতীতের এ বিশ্বাসের সত্যতা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও সে কাহিনীগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে আমাদের বাধো বাধো ঠেকে তথাপি এ কাহিনী থেকে এ ধারণা অন্ততপক্ষে করা যায় যে প্রাচীন ভারতীয়রা এ সমস্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন ও তাঁদের ধ্যান ধারণার মধ্যে বস্তুর মাত্রা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণা করার সদিচ্ছা বর্তমান ছিল ও তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু গবেষণা করেও ছিলেন।

(চলবে)

## মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে গত ১ ও ১৯ অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত আয়েসবাগ ও বেলডাঙ্গা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দেবকুণ্ডু গ্রামে একদিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের সূচনাতে প্রকল্পের জেলা কৃষিবিদ মনোজ সরকার এই প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেন। প্রকল্প সহ-কৃষিবিদ এস পি সিং আলু ও গম চাষের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেন। হিন্দুস্থান সার সংস্থার সহ-কৃষিবিদ নীহার সিনহা সুষম সার ব্যবহার ও বিভিন্ন ফসলে সারের প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন।

## এ পক্ষের চাষবাস

### ১৬ই—৩০শে কার্ত্তিক

**ধান :**
দেশী ধানে দুধ আসার সময় গন্ধী পোকার উপদ্রব দেখা গেলে বিকালের দিকে একর প্রতি ১০-১২ কেজি বি. এইচ. সি ১০% গুঁড়ো ছড়ান অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হারে বি. এইচ. সি. ৫০% গুঁড়ো মিশিয়ে স্প্রে করুন। এ পক্ষের প্রথম থেকেই বোরো ধানের বীজ ফেলা শুরু করতে পারেন। সেচের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বোরো ধানের জাত নির্বাচন করবেন। লাঠিশাল, কলমা ২২২, মাসুরী ও আই-আর ২০ জাতের বীজতলা এ মাসের মধ্যে তৈরী করুন। প্রতি একর জমি রোয়ার জন্য ১৮-২৪ কেজি বীজ লাগবে। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দেড়গ্রাম মিথোক্সি মাকিউরিক ক্লোরাইড ( যেমন এরিটান ৬, টাফাসন ৬ বা এ্যাগালল ৬ ইত্যাদি ) মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেবেন। এক একর জমি রোয়ার জন্য দশ শতক জমিতে বীজ ফেলতে হবে। জমি তৈরীর সময় প্রতি দশ শতক বীজতলায় ৮০০ কেজি গোবর বা কম্পোষ্ট, ২ কেজি নাইট্রোজেন, ২ কেজি ফস্‌ফেট ও ২ কেজি পটাশ দিন।

**গম :**
এ পক্ষের প্রথম থেকেই সমতল এলাকার সেচযুক্ত জমিতে কল্যাণসোনা ও জনক জাতের গম বোনা চলবে। অসেচ এলাকায় এ পক্ষের মধ্যেই সোনালিকা, ইউ. পি. ২৬২, কল্যাণসোনা বা জনক জাতের গম বোনার কাজ শেষ করতে হবে। জমি তৈরীর সময় সেচ এলাকায় একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্‌ফেট ও ২০ কেজি পটাশ সার দিতে পারলে ভাল হয়। অসুবিধা থাকলে একরে অন্ততঃ ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফস্‌ফেট ও ১২ কেজি পটাশ দেওয়া উচিত। অসেচ এলাকায় জমি তৈয়ারীর সময় একরে সার লাগবে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফস্‌ফেট ও ৮ কেজি পটাশ।

**আলু :**
এ পক্ষের প্রথম থেকেই আলু লাগানোর কাজ পুরোদমে শুরু করুন। কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী অলংকার, কুফরী লাউকার, আপ-টু-ডেট প্রভৃতি জলদি এবং কুফরী চমৎকার, কুফরী জ্যোতি, একারসেগান, কুফরী দেবা ও কুফরী সিন্দুরী প্রভৃতি মাঝারি ও নাবি জাতের আলু পশ্চিমবাংলায় চাষের জন্য অনুমোদিত। আলু চাষে সারের পরিমাণ ও বীজ শোধন ইত্যাদি সম্বন্ধে জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

**সর্ষে :**
সারা পক্ষ ধরেই এপ্রেষ্ট মিউটাণ্ট জাতের রাই বোনা চলবে। সেচ এলাকায় আগের পক্ষে বোনা টোরি সর্ষের ক্ষেতে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে একরে ৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন।

**অন্যান্য ফসল :**
এপক্ষে আখ, শীতকালীন বিভিন্ন সব্জী, ছোলা, মুসুর ইত্যাদি ফসলেরও চাষ করা যাবে।

**ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প**
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

/naa

## বিজ্ঞপ্তি

### চৌকি জঙ্গিপুর
### ১ম মুন্সেফী আদালত

O. S. 15/79 (1st)

বাদী—বামুহা গ্রামের সর্বসাধারণ পক্ষে রাজেন্দ্রনাথ রায় দিং

বিবাদী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উপরোক্ত বাদী এই আদালতে থানা সূতী অধীন মৌজে বামুহা মধ্যে ২নং খতিয়ানের লিখিত ৩৫২ দাগের ১২ একর ১৯ শতক মধ্যে ১১.৭৭ শতক ঐ থানার অন্তর্গত ১২১ ও ১২৬নং দাগের পরিমাণ যথাক্রমে ৫.১৯ শতক ও ৩.৯৮ শতক সম্পত্তিতে বামুহা ও হাজীপুর গ্রামের সর্বসাধারণের last grant মূলে মাছ ধরিবার সর্ত্ত আছে ও উহাতে উক্ত মোকর্দ্দমার বিবাদী বিভূতিভূষণ সরকার দিগরের conclusive right নাই ও অত্র আদালতের O. S ৩২/৬৬ মোকর্দ্দমার ডিগ্রী fraudulent ও collusive ও বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে বাধ্যকর নহে ঐ সমস্ত বর্ণনায় সর্বসাধারণের পক্ষে বাদী পক্ষ উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা করিয়াছেন তাহাতে কেহ বাদী হইতে ইচ্ছা করিলে বা বিবাদীর স্বরূপে জবাব দিতে ইচ্ছা করলে পক্ষভুক্ত হইতে পারেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় ধার্য্য দিন ২৭/১১/৭৯ তারিখে আছে।

By Order of the Court
K. Kar
Sheristader Munsif's 1st Court
Jangipur

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
**নেশার বাস সারভিস**
( ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয় )

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
**ভারত বেকারীর**
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
**চা ভাণ্ডার**
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

## মৃতদেহ উদ্ধার

ধুলিয়ান, ৭ নভেম্বর—আজ সামসের-গঞ্জ থানার সুলিতলা গ্রামের জাইদুর রহমানের মৃতদেহটি খড়বাগানে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তিনি ৩০ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

## বিজ্ঞপ্তি

### চৌকি জঙ্গিপুর
### ২য় মুন্সেফী আদালত

T. S. 20/79

বাদী—আবদুল আজিজ খাঁ সাং কামালপুর, সমসেরগঞ্জ

বিবাদী—সাদেমান সেখ দিং

এতদ্দ্বারা বাদী ধানঘরা হিরানন্দ-পুর গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ পক্ষে সাদেমান সেখ দিং নামে এক স্বত্ব থাকা সাব্যস্থে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবত থানা সমসেরগঞ্জ অধীন ধুমরীপাড়া মৌজায় ৪৭০ খতিয়ানের ৭১৭নং দাগের ৩৩ শতক সম্পত্তি বাবত মোকর্দ্দমা করায় তাহাতে সর্ব্বসাধারণের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৭৯ সালের ১৭-১২ তাং বেলা ১০॥ টার সময় উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইতে পারেন। এতদর্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By Order of the Court
K. Kar
Sheristader Munsif's
2nd Court, Jangipur.

## বিজ্ঞপ্তি

শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু-বর্ষ কমিটি ৬/১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের নিকট হইতে গান ও বিতর্ক বিষয়ে নাম আহ্বান করিতেছে।

গান : আমার যাবার সময় হলো অথবা বেলা বয়ে যায়।

বিতর্ক : 'শিশুবর্ষ' পালন করে শিশু-দের উন্নতি সম্ভব।

সম্পাদক
শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব
পোঃ গনকর ( মুর্শিদাবাদ )

## জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ পাবলিসিটি অফিসের নিকটে সদর রাস্তা সংলগ্ন তিন কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ধীরেন মৈত্র, কোয়াটার নং, সি, এন, ৮১ কোক ওভেন কলোনী, পোঃ দুর্গাপুর-২, জেলা বর্ধমান।

## আজব কাণ্ডকারখানা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

প্রকাশ, গতকাল সন্ধ্যায় এমারজেনসি পুলিশ বাহিনীর একজন কনস্টেবল নাকি নারসিং শিক্ষণরতা জনৈকা মহিলার সঙ্গে খুনসুটি করার সময় খড়খড়ি সেতুর কাছে একটি অন্ধকার মাঠে আমতাভ ঠাকুর ও তাঁর দুই সঙ্গীর হাতে ধরা পড়েন। নিজেকে কনসটেবলের পরিচয় দিয়েও কোন ফল না হলে ওই কনসটেবল নাকি মিষ্টি খাওয়ার জন্য ৩০ টাকা দিয়ে পাকড়াওকারীদের হাত থেকে রেহাই পান। কিছুক্ষণ পর ওই কনসটেবল এমারজেনসি লাইনে গিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ভ্যানে করে এসে গভীর রাতে পাকড়াওকারীদের ওপর চড়াও হয়ে অমানুষিক প্রহার করেন।

## ত্রিশ হাজার টাকা ছিনতাই

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বাসষ্ট্যাণ্ডে। পুলিশ জানায়, কলকাতার সারদাপুরী অয়েল মিলের প্রবোধকুমার মজুমদার নামে একজন কর্মী ধুলিয়ানে তেলের টাকা আদায় করে বাসষ্ট্যাণ্ডে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ ৫ জন দুর্বৃত্ত রিভলবার ও লাঠি নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয় এবং ২৯, ৮৬৮ টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত তল্লাসি চালিয়ে সামসেরগঞ্জ পুলিশ মালঞ্চা গ্রাম থেকে ১টি রিভলবার ও ২টি ছোরাসমেত ৪ জন দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

## মারকসবাদী ফঃ ব্লক

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ নভেম্বর—২ নভেম্বর এখানে অনুষ্ঠিত মারকসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীসভায় মহঃ তেনু সেখকে সভাপতি এবং বিশ্বনাথ চ্যাটার্জিকে সাধারণ সম্পাদক করে পার্টির রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

## কংগ্রেসীদের দলত্যাগ

সুতীর এম এল এ মোহঃ সোহরাব, রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রবীন্দ্র পণ্ডিতসহ মহকুমার বহু কংগ্রেস সমর্থক দলবদল করে কংগ্রেস (ই) দলে যোগদান করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

জেলা ছাত্র পরিষদ (ই) সভাপতি দিলীপ সিংহ অভিযোগ করেছেন, সি পি এম কর্মীরা গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস (ই)-র দেওয়াল লিখন মুছে দিয়ে তাদের দলের শ্লোগান লিখছেন। সি পি এম নেতাদের নির্দেশে সাগরদীঘির বারালা গ্রামের কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইমামনগরেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে দিলীপবাবুর অভিযোগ।

## পুলিশী আচরণের প্রতিবাদে

রঘুনাথগঞ্জ ৫ নভেম্বর—গত রাত্রে এই থানার আইলের উপর গ্রামের মহিলাদের উপর পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির একটি বিক্ষোভ মিছিল ২২ দফা দাবির ভিত্তিতে থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর মহকুমা শাসকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করে।


## কলিকাতার সুবিখ্যাত যাত্রাদল কর্তৃক
## বিরাট যাত্রা অনুষ্ঠান

১১ই অগ্রহায়ণ ইং ২৮শে নভেম্বর শ্রীনাথ নট্ট কোম্পানী নিবেদিত

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত সামাজিক পালা

**অন্ধকারে সূর্য্য**

১২ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীদর্পণ রচিত ধর্মমূলক পালা

**দেবী বিপত্তারিণী**

১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার গণনাট্য নিবেদিত ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত

**সোনাইদীঘি**

টিকিটের হার—২ টাকা, ৩ টাকা

যাত্রা শেষে প্রতি রুটে ট্রেন ও বাসের যোগাযোগ আছে।

মহিলাদের বসিবার ও সাইকেল রাখিবার সুব্যবস্থা আছে।

পরিচালনা—

**ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব**, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।



আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষত রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা
নিউ দিল্লী



Godrej

*"The quality is never an accident,*
*But it is always the result of an important efforts"*

উক্তিটির সার্থক রূপকার **গোদরেজ**। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

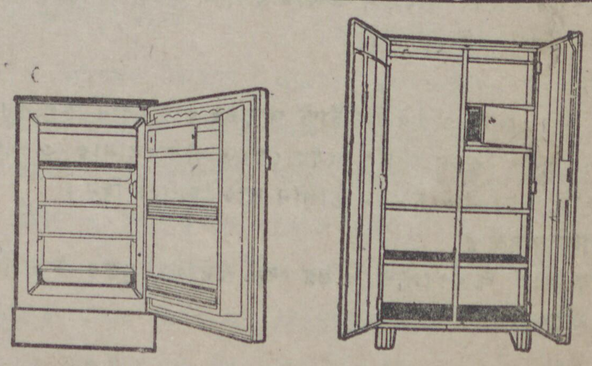

**মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ**

বোলপুর ★ বীরভূম

পিনঃ ৭৩১২০৪

ফোন নং ২৪১


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।